দৈনিক সংবাদ

NOV. 19 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

ছাত্র রাজনীতি কি বন্ধ করে দেয়া হবে?

ছাত্র রাজনীতি না থাকলেও সন্ত্রাসীরা থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোন উদ্যোগ নেই

হারুন উর রশীদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদল ক্যাডারদের অব্যাহত সন্ত্রাস, হল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল, পালটা দখলের প্রেক্ষাপটে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত কি ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ইঙ্গিত বহন করে? এ প্রশ্নের জবাবে বিএনপির কয়েকজন নেতা বলেছেন; আমরা সেদিকেই এগোতে চাই। তারা মনে করেন এক সময় ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন ছিল; কিন্তু পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। তবে ছাত্র সংগঠনের নেতারা ছাত্ররাজনীতি বন্ধের বিপক্ষে। তারা বলেন, সন্ত্রাসের দায় ছাত্র সংগঠনের নয়। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ থাকলেও সন্ত্রাসীরা থাকবে। এখন ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে থাকায় তারা সন্ত্রাসের ব্যাপারে কিছু রাখঢাক করেন; কিন্তু ছাত্ররাজনীতি না থাকলে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। ছাত্ররাজনীতি না থাকলেও তাদের গডফাদাররা থাকবে। তারা প্রশ্ন তোলে, জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোতেও তো সন্ত্রাসী আছে, তাই বলে কি জাতীয় রাজনীতিও বন্ধ করে দেয়া হবে; ছাত্রনেতা ও সচেতন ছাত্রদের অভিমত, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ নয়, দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে হবে। ছাত্ররাজনীতি থেকে অছাত্রদের বিদায় করতে হবে। ছাত্ররাজনীতি প্রকৃত ছাত্রদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম স্থগিতের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের বিপক্ষে মত দেন। তিনি বলেন, ছাত্ররাজনীতিকে অছাত্র, মস্তান ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রদলের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা গতকাল 'সংবাদ'কে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, যারা নাসিরউদ্দিন পিন্টুর মতো অছাত্রকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বসিয়েছিলেন; সন্ত্রাস, হল দখল, ক্যাডার রাজনীতির দায় তাদের, ছাত্রদলের নয়। তাদের কোন বিচার হয় না, অথচ আজ ছাত্রদলকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে যে বহিরাগত ও অছাত্র ক্যাডার অবস্থান নিয়েছে তারা পিন্টুরই লোক। হল পর্যায়ের এক ছাত্র নেতা বলেন, আ'লীগের শাসনামলে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের জন্য হলে ছাত্ররাজনীতি ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

ছাত্র রাজনীতি ঃ বন্ধ হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর) থাকতে পারিনি। এখন দল ক্ষমতায় আসার পর পিন্টুর ক্যাডারদের জন্য হলে থাকতে পারি না।

এসব ক্যাডার হল দখল করে, চাঁদাবাজি করে। রাজনীতি না থাকলেও তাদের অস্ত্র থাকবে, হলে অবস্থান থাকবে, ভাইয়েরা থাকবে; কিন্তু আমরা যারা পলিটিক্যাল তাদের কিছুই থাকবে না। এখন ক্যাডাররা সন্ত্রাস করলেও আমরা নেতা। মাঝে মধ্যে সালাম দেয়; কিন্তু ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হলে ওরাই সংঘবদ্ধ থাকবে এবং সন্ত্রাসী গ্রুপের নেতৃত্ব দেবে। আমরা ওদের হাতে মার খাব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিতে স্বস্তি ও সন্তোষ প্রকাশ করলেও ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে তারা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাদের মধ্যে ছাত্ররাজনীতি কলুষিত হয়েছে সত্য; কিন্তু এর দায়ভার জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো অস্বীকার করতে পারে না। ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করার ব্যাপারে জাতীয় নেতাসহ স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানদেরও ভূমিকা আছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একাংশ ছাত্ররাজনীতি চান, তবে দলীয় লেজুড়বৃত্তি করা ছাত্র সংগঠন চায় না। তাদের মতে, ছাত্ররাজনীতি হবে ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণের জন্য।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো স্থগিত হলো; কিন্তু তাতে ফল হয়নি। ছাত্রদলে অছাত্র, ক্যাডার ও বিবাহিত এবার কেন্দ্রীয় কমিটিতে বারবার স্থান পেয়েছে। এমনকি স্থগিত কমিটিতে মৃত ব্যক্তিও ঠাঁই পেয়েছিলেন। গত বছরের শেষদিকে ছাত্রদলে পিন্টু-লান্টু গ্রুপের বিরোধ ছিল তুঙ্গে। ছাত্রদলের এক গ্রুপনেতা ছাত্রদল থেকে 'অছাত্র খেদাও' আন্দোলন শুরু করেছিল। লান্টু এ অছাত্র খেদাও আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পিন্টুর অছাত্র ছাত্রদল, নেতাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত লান্টুকে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক করা হলে তিনি পিন্টুর নেতৃত্ব মেনে নেন। সমাপ্তি টানেন অছাত্র খেদাও আন্দোলনের।

উদ্যোগ নেয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করেছেন। তার এ সময়োচিত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। এটি একটি শুভ উদ্যোগ। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা হলে আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ছাত্ররাজনীতির একজন কর্মী হিসেবে আমি অবশ্যই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ না করার পক্ষে। তবে ছাত্ররাজনীতির যে ক্লেদ, যে দুর্নাম তা দূর করতে হবে। পরিবর্তিত গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে নতুন করে ছাত্ররাজনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। যারা সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করে ছাত্ররাজনীতি না থাকলেও তারা এ কাজ করবে। এবং আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। এ সন্ত্রাসীদের, অছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে ছাত্রদের কল্যাণে ছাত্রদের কাছে ছাত্ররাজনীতি ফিরিয়ে দিতে হবে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাহাদুর বেপারী বলেন, খালেদা জিয়াকে ধন্যবাদ যে তিনি তার ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিতের মাধ্যমে স্বীকার করে নিলেন যে তার ছাত্র সংগঠনে অছাত্র চাঁদাবাজ ও মস্তানদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। তারাই রাজনীতিকে কলুষিত করেছে। তিনি বলেন, এ প্রক্রিয়া যদি ছাত্ররাজনীতি বন্ধের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে আমরা এর প্রতিবাদ জানাই এবং প্রতিরোধ করব। ছাত্রদল অছাত্র ও মস্তানদের দল—এর দায় ছাত্রলীগসহ অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের নয়। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করতে দেয়া হবে না।

গতকাল বিএনপি ও সাবেক কয়েকজন প্রভাবশালী ছাত্রনেতার সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, বিএনপি হাইকমান্ড এখনো ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে আলাপ আলোচনা সেদিকেই এগোচ্ছে। তারা জানান, এমনও হতে পারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধ থাকবে। এরপর পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে ফের ছাত্ররাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দেয়া হবে।